शुक्राचार्यः

शुक्राचार्यः गुरुशुक्रः वा शुक्रनीतिः (नीतिसारः) ग्रन्थकारः इति प्रसिद्धः । वस्तुतः शुकाचार्यः भारते अर्थशास्त्रपरम्परायाः प्रवर्तकः आसीत् । ऐतिहासिकतथ्याभावे यद्यपि शुक्राचार्यस्य समीचीनकालस्य विषये वक्तुं दुष्करं तथापि कौटिल्यस्य पुरतः इति मन्यते यतोहि कौटिल्येन स्वपुस्तकस्य आरम्भे बृहस्पतिशुक्राचार्ययोः अभिवादनं कृत्वा तेषां संस्थापकगुरुः इति उक्तम् । 'शुक्रनीतिः' मूलतः शासकस्य जनस्य च हिताय लिखिता अस्ति । संस्कृतसाहित्ये नैतिकवर्णनग्रन्थपरम्परायां 'शुक्रानीतिः' इति ग्रन्थः, यस्मिन् जीवनस्य सुखकरणाय उपयोगिनो विषयाः सूत्रात्मकरूपेण वर्णिताः सन्ति। शुक्राणीतिः चतुर्धाऽध्यायसमन्विता । प्रथमद्वितीयप्रकरणे राज्ञः कर्तव्याः, युवराजस्य गुणाः इत्यादयः उक्ताः सन्ति । तृतीयप्रकरणे राज्ञः प्रजानां च सामान्यनीतिः धर्मश्च वर्णितः । चतुर्थः अध्यायः यः 'खिल' अध्यायः इति मन्यते यस्मिन् विविधाः विषयाः यथा - राज्ञः मित्राणि, समाः शत्रुराजनः, आयः, राज्यस्य क्षेत्रफलं, सामान्यधर्मः, कृषिः, कूपनिर्माणं, मन्दिरनिर्माणम् इत्यादयः , विधिन्यायव्यवस्था, दुर्गनिर्माणम्, सैन्यबलादिकं च वर्णितम्।

शुक्रनीतिः मुख्यतया राजनीतिप्रस्तावकं महत्त्वपूर्णं पुस्तकम् अस्ति । अस्मिन् ग्रन्थे राजा, राज्यं, जनः च त्रयः मुख्याः तत्त्वानि सन्ति येषां स्वकर्तव्यविषये सम्यक् निर्देशः अस्य ग्रन्थस्य मुख्यविषयः अस्ति । आचार्यशुक्रः न केवलं विशुद्धराजनैतिकपक्षस्य विस्तारं कृतवान् अपितु राजनीतेः व्यवहारिकपक्षं अपि प्रस्तुतवान् ।

(শুক্রাচার্য

শুক্রাচার্য বা গুরু শুক্র শুক্রনীতি (নীতিসার) এর লেখক হিসাবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে শুকাচার্য ছিলেন ভারতে অর্থনীতি ঐতিহ্যের পথিকৃৎ। ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে, যদিও শুক্রাচার্যের সঠিক তারিখ বলা কঠিন, তবে কৌটিল্যের আগে বলে মনে করা হয় কারণ কৌটিল্য

GGDC SALBONI

তার বইয়ের শুরুতে বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্যকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন এবং তাদের তাদের গুরুরূপে অভিবাদন করেছেন। 'শুক্রনীতি' মূলত শাসক ও জনগণের স্বার্থে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের নৈতিক বর্ণনা ঐতিহ্যে 'শুক্রনীতি', যা জীবনকে সুখী করার জন্য দরকারী বিষয়গুলিকে সুনিপুণ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে। শুক্রনীতি চারটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজার দায়িত্ব, রাজপুত্রের গুণাবলী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রাজা ও তার প্রজাদের সাধারণ নৈতিকতা ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়, যাকে 'খিল' অধ্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন রাজার বন্ধু, সমান শত্রু, আয়, রাজ্যের আয়তন, সাধারণ ধর্ম, কৃষি, কূপ নির্মাণ, মন্দির ইত্যাদি।

শুক্রনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যা মূলত রাজনীতির প্রস্তাবক। এই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু তিনটি প্রধান উপাদানের সঠিক নির্দেশনা: রাজা, রাষ্ট্র এবং প্রজা। আচার্য শুক্র শুধু বিশুদ্ধ রাজনৈতিক দিকটিই বিশদভাবে তুলে ধরেননি বরং রাজনীতির বাস্তব দিকও উপস্থাপন করেছেন।)

कामन्दकः

रक्षाविशेषज्ञः डी. हक्सरः 'भारतीयरक्षापत्रिकायां' 'कौटिल्यस्य विदेश-रक्षा-नीतिः' इति विषये अनेके शोधपत्राणि प्रकाशितवान् अस्ति । सः मन्यते यत् कौटिल्यस्य अनन्तरं १००० वर्षाणां कालखण्डे अन्ये १३ राजनैतिकग्रन्थाः आसन् ये वस्तुतः कौटिल्यार्थशास्त्रेण प्रभाविताः आसन् । प्राचीनभारतीयराजनीतेः सन्दर्भे एतेषां ग्रन्थानां लेखकानां च (राजनैतिकचिन्तकानां) अध्ययनम् अतीव महत्त्वपूर्णम् अस्ति । एतेषु ग्रन्थेषु कामन्दकस्य 'नीतिसारः' इति अतीव महत्त्वपूर्णम् अस्ति । कामन्दकः मौर्यकालस्य चिन्ताविद् अस्ति। प्राचीनभारतीयराजनीतेः अन्यः विचारकः

GGDC SALBONI

यः कौटिल्यस्य बहुवर्षेभ्यः अनन्तरं भारतीयराजनैतिकक्षेत्रे उद्भूतः, कौटिल्यस्य सदृशान् राजनैतिकसिद्धान्तान् प्रस्तुतवान् ।

डी.आर.भाण्डकरस्य मतं यत् 'कमन्दकं' ३०० क्रि.श.। चार्ल्स द्राचमेयर इत्यस्य मते एते चतुर्थ-पञ्चमशताब्द्याः सन्ति । तेषां मतं यत् कामन्दकः चन्द्रगुप्तद्वितीयस्य मन्त्री आसीत् अथवा राजनीतिषु सक्रियः मुक्तः बुद्धिजीवी आसीत् । उपेन्दरसिंहेन 'नीतिसार' ५००-७०० ई. मन्यते। कृष्णाण्डुः अस्य रचनाकालः ७००-७५० ई. इति मन्यते। आचार्यकामन्दकः प्रसिद्धराजनैतिकगुरुविष्णुगुप्तस्य (कौटिल्यस्य) शिष्यः इति स्वं वर्णितवान् ।

कामन्दकनीतिसारः

केवलं राजनीतिना आधारितस्य अस्य पुस्तकस्य ११९२ श्लोकाः सन्ति ये ३२ अध्यायेषु व्यवस्थिताः सन्ति । एतेषां न्यायाधिकरणानाम् वर्गीकरणं २० अध्यायेषु भवति । अत्र इन्द्रविजयः, ज्ञानं, वर्णाश्रमप्रथा, दण्डव्यवस्था, सप्ताकृतिः, स्वामी-सेवकानां कर्तव्यं, राजपुत्राभिषेकः, द्वादशमंडलं, शाड्गुण्यं, मन्त्रणा, दूतः, गुप्तचरः, व्यसनं, रणनीतिनिर्माणं, विजययात्रा, समाधानविकल्पः, सेनापतिः इत्यादयः तत्त्वानां विस्तरेण चर्चा कृता अस्ति। कामन्दकः स्वपुस्तके स्वीकृतवान् यत् तस्य पुस्तकं कौटिल्यार्थशास्त्रेण प्रभावितम् अस्ति। वस्तुतः सः कौटिल्यार्थशास्त्रे उद्धृतानां विचाराणां परिवर्तितं वर्धितं च रूपं नितिसारग्रन्थे प्रस्तुतवान् । कौटिल्यः अन्तरराज्यनीतीनां अन्तर्गतं चत्वारि उपायानि वर्णयति । कामन्दकेन चतुर्णां स्थाने सप्त स्थानानि विहितानि सन्ति। तथा च शत्रुणा सह अनेकराज्यनिर्माणं नानाप्रकारं बन्धनं च सापेक्षतया विस्तरेण वर्णितम् ।

(কামন্দকঃ

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ: ডি.এস. হাক্সার ভারতীয় প্রতিরক্ষা জার্নালে কৌটিল্যের বৈদেশিক প্রতিরক্ষা নীতির উপর বেশ কিছু গবেষণাপত্র

GGDCSALBONI

প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে কৌটিল্যের পরে 1000 বছর সময়কালে আরও 13টি রাজনৈতিক গ্রন্থ ছিল যা প্রকৃতপক্ষে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই গ্রন্থগুলি এবং তাদের লেখকদের (রাজনৈতিক চিন্তাবিদ) অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব কাজের মধ্যে কমন্দকের 'নীতিসার' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কামন্দক মৌর্য যুগের একজন চিন্তাবিদ। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতির আরেকজন চিন্তাবিদ যিনি কৌটিল্যের বহু বছর পরে ভারতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যে আবির্ভূত হন, তিনি কৌটিল্যের অনুরূপ রাজনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন।

ডি.আর. ভাণ্ডকার বিশ্বাস করেন যে কামন্দক 300 খ্রিস্টাব্দের। চার্লস ড্রাচমেয়ারের মতে, তিনি ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর। তারা বিশ্বাস করেন যে কামন্দক ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একজন মন্ত্রী বা রাজনীতিতে সক্রিয় একজন উন্মুক্ত বুদ্ধিজীবী। উপেন্দ্র সিং 500-700 খ্রিস্টাব্দে 'নীতিসার' রচনা বলে মনে করেন। কৃষ্ণাড্ডুর বিশ্বাস 700-750 খ্রিস্টাব্দের এই গ্রন্থ। আচার্য কামন্দক নিজেকে বিখ্যাত রাজনৈতিক গুরু বিষ্ণুগুপ্তের (কৌটিল্য) শিষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কামন্দকনীতিসার

শুধুমাত্র রাজনীতির উপর ভিত্তি করে, বইটিতে 32টি অধ্যায়ে সংগঠিত 1192টি শ্লোক রয়েছে। এই গুলি 20টি অধ্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ। এতে ইন্দ্রিয়বিজয়, জ্ঞান, বর্ণাশ্রম অনুশীলন, শাস্তি ব্যবস্থা, সাতটি পরিসংখ্যান, প্রভু ও ভৃত্যদের কর্তব্য, রাজপুত্রদের রাজ্যাভিষেক, দ্বাদশ মণ্ডল, ষাঙ্গুণ্য, মন্ত্রণা, বার্তাবাহক, গুপ্তচর, আসক্তি, কৌশল তৈরি, বিজয়যাত্রা, সমাধানের বিকল্পের মতো বিশদ উপাদানগুলি আলোচনা করা হয়েছে। কামন্দক তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে তাঁর গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

CGDC SALBONI

দ্বারা প্রভাবিত। প্রকৃতপক্ষে, তিনি নীতিসারে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে উদ্ধৃত ধারণাগুলির একটি পরিবর্তিত এবং বর্ধিত সংস্করণ উপস্থাপন করেছিলেন। কৌটিল্য আন্তঃরাজ্য নীতির অধীনে চারটি ব্যবস্থা বর্ণনা করেছেন। কামন্দক চারটির পরিবর্তে সাতটি বর্ণনা করেছেন। একইভাবে, বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র গঠন এবং শত্রুদের সাথে বিভিন্ন ধরণের জোট আপেক্ষিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।)

GGDC SALBONI